দর্শনায় ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৬০ লিটার চোলাই মদসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

জানাযায় গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১০ টার দিকে দর্শনা রেল বাজার থেকে তাদের ৩ জনকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলো দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আঃ মান্নানের ছেলে রিপন (৩৭) দর্শনা শান্তিপাড়ার টুকু মিয়ার ছেলে জসিম মিয়া (৪৪) ও ঈশ্বর চন্দ্রপুর গ্রামের মহি উদ্দিনের ছেলে রাজিব উদ্দিনকে (২৮) গ্রেফতার করেছে।

দর্শনা পুলিশ জানায়,দর্শনা রেল বাজারস্থ মনোরঞ্জন মার্কেটের দক্ষিন পাশে মেসার্স লিখন এন্টারপ্রাইজ এর সামনে ইটের সলিং রাস্তার উপর থেকে প্লাস্টিকের ৬ কন্টনেটার ভর্তি বাংলা মদ কেনাবেচা করছে। এ সময় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা থানার এসআই(নিঃ) তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ ৬০ লিটার চোলাই মদসহ তাদেরকে গ্রেফতার করে।

আলমডাঙ্গায় ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গার জুগিরহুদায় মাদক অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ এক মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল আলী (৩৪)কে আটক করেছে পুলিশ।

আজ রবিবার দুপুরে বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক বাবর আলীর নির্দেশে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

মাদক ব্যবসায়ী নাজমুল আলী খাদেমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদায় গ্রামের শুকচানের ছেলে।

পুলিশ জানায়, উপজেলা খাদেমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদা গ্রামের মিলু ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন মাদকদ্রব্য গাঁজার ব্যবসা করে আসছে। তাদের খুচরা বিক্রেতা হিসেবে সহযোগীতা করছে একই এলাকার গাঁজা ব্যবসায়ী নাজমুল আলী।

আজ রবিবার দুপুরে নাজমুল তার ব্যবসায়ী মিলুর স্ত্রীর নিকট থেকে ২০০ গ্রাম গাঁজা বিক্রির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। এসময় বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের উপ-পরিদর্শক বাবর আলী সঙ্গীয় ফোর্স ওই এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

জুগিরহুদা গ্রামের পাঁকা রাস্তার উপর থেকে নাজমুলকে কাপড়ের শপিং ব্যাগসহ আটক করে। পরে পুলিশ ওই ব্যাগ তল্লাশি করে ২০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

এদিকে জুগিরহুদা গ্রামবাসীরা জানান, মিলু ও তার স্ত্রী দীর্ঘদিন প্রকাশ্যে মাদক ব্যবসা করলেও পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। এতে সমাজের উঠতি বয়সের যুবকেরা মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবিষয়ে তাদের কোন ভুমিকা পাওয়া যায় না। এদের দ্রুত আটক করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানান।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, নাজমুল আলী সে গাঁজা সেবনের পাশাপাশি গোপনে ব্যবসা করেন। বড়-গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জের নেতৃত্বে মাদক ব্যবসায়ী নাজমুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আজ তাকে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হবে।

দামুড়হুদায় জমাজমি সংক্রান্ত বিষয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার সুবলপুর গ্রামের জমাজমি সংক্রান্ত বিষয়ের জের

ধরে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলার সুবলপুর গ্রামের কলিম উদ্দিন এর ছেলে মোঃ হাফিজ উদ্দিন।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে লিখিত বক্তব্যে বলেন, আমরা মোঃ হাফিজ উদ্দিন পিতাঃ কলিম উদ্দিন, জাইদুল পিতা: মৃত: আইনাল হক এবং মোঃ কামাল পিতা: মৃত: ইমান আলী সর্বসাং সুবলপুর, আমাদের বাবার নামে রেকর্ড ভুক্ত জমি যা বর্তমানে হালসন খাজনা পরিশোধ আছে। আমাদের জমির পরিমাণ ২০ শতক জমি যা উপজেলার সুবলপুর গ্রামের বিবাদী মোঃ ইব্রাহিম পিতাঃ মৃত: অনু আলী, মো: বক্কর পিতা: মৃত: রমজান আলী গংরা জোর পূর্বক জমি দখলকরে রাখে। বিষয়টি নিয়ে আমরা কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালতে মামলা করি। মামলা শেষে আদালত লিখত সিদ্ধান্ত আমাদের দিয়েছেন। বিবাদীগনরা আমাদের রেকর্ড এর জমি জোর পূর্বক দখল করে রেখেছেন। আমরা দখল নিতে গেলে তারা আমাদের খুন করার হুমকি দেয়। যার কারনে আমরা গ্রাম আদালতের মাধ্যমে রায় পেয়েছি। তার পরও জমি নিজেদের দখলে নিতে পারিনাই। দখল নিতে গেলে আমাদের নামে মিথ্যা মামলা ও মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে জমি না ছাড়ার পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। বিবাদী গনের পাকা বাড়ী এবং মাঠে ৫/৬ বিঘা জমি রহিয়াছে। অথচ দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকায় ভূমিহীন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছেন, যা মিথ্যা। জমির দাগ নং: ৯৬৫, খতিয়ান নং: ৮৬৫ মৌজা কুড়ালগাছি। জমির পরিমাণ ২০ শতক। প্রকাশ থাকে যে বিবাদীরা গ্রাম আদালতে জমির কোন কাগজপত্র উপস্থিত করতে পারেনি, যার কারনে আমাদের পক্ষে রায় হয়। তার পারেও জোর পূর্বক আমাদের জমি দখল করে আমাদের নামেই মিথ্যা ও বানোয়াট কেচ মামলা করে হয়রানি করছে এবং সাংবাদিকদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। জমির কাগজপত্র দেখে বিষয়টি সরজমিনে তদন্ত পূর্বক সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

দর্শনা সীমান্তপথে ফিরে গেলেন

কলকাতার ২৮ সদস্যের সাংস্কৃতিক দল

বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাক্ষনবাড়িয়া, ইলিশের জেলা চাদপুর,গাজিপুর, ঢাকা ও কুষ্টিয়া শিল্পকলা একাডেমীতে সংগীত নৃত্য, কবিতাবৃতি ও একক অভিনয় করে মাতিয়ে গেলেন জি বাংলা ক্ষ্যাত কলকাতার ২৮ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল।

গতকাল বুধবার ভোরে সাংস্কৃতিক দলটি রিজার্ভ গাড়িতে করে দর্শনায় এসে পৌছিলে দর্শনা বাউল পরিষদের সভাপতি ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের লোকসংগীত শিল্পী ধীরু বাউল তাদেরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান ও জয়নগর চেকপোস্টে নিয়ে যান। ভারতের প্রখ্যাত প্রভাবশালি কলকাতার বিশ্ববংগ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রোগ্রাস করার জন্য চলতি মাসের ১০ জুলাই কলকাতা থেকে রিজার্ভ শ্যামলী পরিবহন যোগে পেট্রাপোল-বেনাপোল হয়ে ঢাকায় আসা হয়েছিল।

বাংলাদেশের জেলা ও বিভাগীয় শহরে প্রগ্রাম করতে করতে দেশের পরিস্থিত অনুকুলে না থাকায় চলে যেতে হল। ডঃ রাধাকান্ত সরকার জানালেন ২৮ সদস্যের প্রতিনিধিদলে ভারতের প্রখ্যাত বাউল শিল্পী সনজিত মন্ডল, জি বাংলার প্রতিযোগীয় অংশ নেয়া নৃত্য শিল্পী অনিমা কৈরালা, বিভাস মন্ডল, আরতি বসাক, বিন্দাসুধা ধর, ফিল্মের ও “আমি কলকাতার রসগোল্লা” ক্ষ্যাত গানের শিল্পী বিরালা মাইতি, কলকাতার সৃষ্টি গংগা সাগর ড্যান্স একাডেমীর নৃত্য শিল্পী, কবি চিত্তরন্জন বসু সহ বেশ নামকরা শিল্পীরা এসেছিল। দেশের সার্বিক অবস্হার কারনে এবং প্রগ্রাম থাকা সত্বেও বিদায় নিতে হচ্ছে।ইমিগ্রেমন ও কাস্টমসের কার্যক্রম শেষে ঐদিন সকাল ১০ টার দিকে প্রতিনিধি দলটি ভারতের উদ্দেশ্যে দর্শনা সীমান্তের জিরো পয়েন্ট অতিক্রম করেন।

দামুড়হুদায় ২০ পিচ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মদক বিরোধী অভিযানে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ এলাকা থাকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো উপজেলার হোগলডাঙ্গা গ্রামের মোঃ সিরাজ আলী মন্ডল এর ছেলে মোঃ লিপু আলী (২৪) এবং মৃত আঃ কুদ্দুস এর ছেলে মোঃ সাইদুল (২৫)।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার মাদক বিরোধী অভিযানে গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই মোঃ আসাদুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান ডিউটি পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদা থানাধীন ভগিরতপুর গ্রামস্থ ভগিরতপুর ঝবঝবি ব্রীজ সংলগ্ন জনৈক মোঃ মুক্তার আলীর মুদি দোকানের সামনে পাঁকা রাস্তার উপর থেকে আসামী লিপু আলী ও সাইদুল কে ২০ পিচ অবৈধ মাদকদ্রব্য ইয়াবা ট্যাবলেট (মূল্য অনুমান ৬,০০০ টাকা) সহ হাতেনাতে আটক করে। আটককৃত আসামীদ্বয় বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রজু করা হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, ইয়াবা সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রজু করা হয়েছে। আসামীদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার শ্রেষ্ঠ ওসি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

সন্দেহে ৩ মহিলা আটক

দামুড়হুদায় নারীপাচারকারী সন্দেহে ৩ জন মহিলাকে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে উপজেলার হাতিভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলো চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ হাঁটখোলাপাড়ার মতিয়ার রহমানের স্ত্রী শেফালী খাতুন(৫০), শাহাজাহান আলীর স্ত্রী মর্জিনা খাতুন (৪৮) ও আইয়ুব ফকির এর স্ত্রী মালেকা খাতুন (৫৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার হাতিভাংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী হাতিভাঙ্গা গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে রিয়া খাতুন (১১), সুইট আলীর মেয়ে সারিকা (১১) দ্বয়কে বিভিন্ন প্রোলোভন দেখিয়ে ৩ জন অপরিচিত মহিলা নিয়ে যেতে চাইলে বাচ্চাদের চিৎকারে এলাকাবাসি ছুটে এসে হাতিভাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক উক্ত ৩ জন মহিলাকে অপহরণকারী সন্দেহে এলাকাবাসি আটক করে রাখে।

স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত মহিলাদের উপর অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয় এবং তারা উক্ত মহিলা আসামিদেরকে পুলিশ হেফাজতে দিবে না মর্মে জানায়। পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতার উপস্থিতিতে ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলীর সহযোগিতায় উক্ত আসামীদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেন।

এলাকার লোকজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফারুক এর প্রতিও অত্যান্ত খিপ্ত ও চরাও হয়। বিপুল সংখ্যক জনসাধারন স্কুলে অবস্থান করে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় প্রধান শিক্ষক সবসময় স্কুলের গেট বন্ধ রাখে, যার কারনে স্কুলের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে এলাকাবাসি জানতে পারে না। গ্রেফতারকৃত মহিলা আসামীগন বর্তমানে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মামলা পক্রিয়াধীন, আসামীদের আজ বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

করে দোকানে থাকা বিভিন্ন মালামাল লুটপাট করে নিয়ে যায়।

দোকান মালিক মানোয়ারুল ইসলাম টুটুল বলেন, ঘটনার রাতে মাছ চাষের পুকুরে পানি দেওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল গোবিন্দপুর গ্রামের সজিব। সে লিটনের হাত-পা বাধা দেখে ওই রাতে ফোন দিলে আমি দ্রুত ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করি। এ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দিয়েছি।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, দোকান ভাঙচুরের ঘটনা আমার পর্যন্ত আসেনি। অভিযোগ দিলে তদন্ত অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে রকিব প্যানেল জয়ী

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচনে সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে রকিব প্যানেলের সদস্যরা নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করেছে।

আজ রবিবার কানাইডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকাল ১০ টা হতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সাধারণ অভিভাবক সদস্য পদে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে শান্তি পূর্ণ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে রকিব প্যানেলর পক্ষে আব্দুস সালাম ২০৮ ভোট পেয়ে ১ম, মোঃ রকিবুর ২০৪ ভোট পেয়ে ২য়, আব্দুর রহমান ২০৩ ভোট পেয়ে ৩য়, মোঃ পটল ১৯৯ ভোট পেয়ে ৪র্থ এবং মহিলা অবিভাবক সদস্য পদে কাজল রেখা ২২৮ ভোট পেয়ে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভ করে। অপরপক্ষে আক্তার প্যানেলের প্রাপ্ত ভোট হলো জাবেদ আলী ১৮৭, আশাদুল হক ১৮৫, ছাব্বির হোসেন ১৮১, সাদেকুল ইসলাম ১৭৫ এবং মহিলা অভিভাবক সদস্য পদে সাবানা খাতুন ১৭৪ ভোট পান।

আলোচিত-সমালোচিত এই ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন নিয়ে উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম বলেন, এই নির্বাচন

নিয়ে আমরা অনেক চাপে ছিলাম সেজন্য নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তি পূর্ন করতে প্রায় ৩৬ জন পুলিশ সদস্যসহ গোয়েন্দা সদস্য মোতায়ন করতে হয়। আমি আশা রাখবো যারা এই নির্বাচনে জয়লাভ করছে আগামীতে শিক্ষার মান্নোনয়নে কাজ করবে।

দামুড়হুদায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেল সাড়ে ৪ টার সময় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলার শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম মাঠে টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডিসি বলেন, যারা খেলাকে ভালোবাসে তারা অপরাধ থেকে দূরে থাকে, যারা খেলাকে ভালোবাসে তারা ফুলও ভালোবাসে। খেলায় জয় পরাজয় থাকবেই এটাই নিয়ম। ভালো খেলবো ভালো থাকবো, যারা ফুটবল কে ভালোবাসে তারা সবাইকে ভালোবাসে।

এখান থেকে আমরা ঘৃণা নিয়ে যাবো না, আমরা ভ্রাতৃত্ব মানষিকতা নিয়ে ফিরবো, আমরা সবাই সবার। খেলায় আমন্ত্রিত অতিথি সহ খেলার আয়োজক কমিটি সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা’র সভাপতিত্বে এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবির ইউসুফ, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর, পরিদর্শক অপারেশন হিমেল, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল

করিম বিশ্বাস, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন, বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক ও সাবেক ফুটবলার শহীদ আজম সদু সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত আমন্ত্রিত দর্শক অতিথি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খেলার মাঠে ছিলো দর্শকদের উপচে পরা ভীড়। ফুটবল প্রেমীরা সহ উপস্থিত সকল দর্শক টুর্নামেন্টের মনোমুগ্ধক সেমিফাইনাল খেলা উপভোগ করেন।

টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় যে দুটি দল অংশ গ্রহণ করে তারা হলো কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ বনাম জুড়ানপুর ইউনিয়ন একাদশ। খেলার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জুরানপুর একাদশ কোন গোল করতে না পারলেও কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন একাদশ ১টি গোল করে চ্যাম্পিয়ন হয় ।

খেলায় রেফারীর দায়িত্ব পালন করেন, সৈয়দ মাসুদুর রহমান, একরামুল হাসান নিপুন, সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস, ইউসুফ আলী। টুর্নামেন্টের ম্যাচ কমিশনার সাবেক জেলা ফুটবলার জাকির হোসেন। খেলায় ধারাভাষ্য দেন মোস্তাফিজুর রহমান।টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলায় উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সভাপতি এম নুরুন্নবী’র সঞ্চালনায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।